

আবার সুগন্ধি চাল রপ্তানির চিন্তা

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে উৎপাদিত সুগন্ধি চাল আবার রপ্তানির চিন্তাভাবনা করছে সরকার। প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দিতে পারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

গত সপ্তাহে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির সভায় এ বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে। এখন কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় সুগন্ধি চাল রপ্তানি করা হবে, তা ঠিক করা হচ্ছে।

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে খাদ্যনিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে সুগন্ধি চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় তৎকালীন সরকার।

জানা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর চার লাখ টন সুগন্ধি চালের চাহিদা আছে, উৎপাদন হয় এর বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের দেশের ৩৩টি প্রতিষ্ঠানকে ২৪ হাজার ৪১৬ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এক বছরের বেশি সময় ধরে সুগন্ধি চাল রপ্তানি বন্ধ। অভিযোগ আছে, নানা উপায়ে মিথ্যা ঘোষণা ও চোরাচালানের মাধ্যমে সুগন্ধি চাল আশপাশের দেশে পাচার হয়। সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় চলে যায়।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সুগন্ধি চাল আবার রপ্তানির বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। গত অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন সুগন্ধি চাল রপ্তানির বিষয়ে সুপারিশ করে। তখন সুগন্ধি চাল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ সুপারিশ করা হয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা দেখেছি, সুগন্ধি চালের সঙ্গে খাদ্যনিরাপত্তার তেমন একটা সম্পর্ক নেই। এই চাল ধনীরা খান। উৎসব-পার্বণে এই চাল ব্যবহার করা হয়। এক কেজি সুগন্ধি চাল রপ্তানি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা দিয়ে চার কেজি মোটা চাল আমদানি করা যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে এই চালের চাহিদা আছে।’ তাঁর মতে, এই চাল রপ্তানির সময় যেন শতভাগ পরীক্ষা করা হয়, তাতে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে অন্য কোনো পণ্য রপ্তানি করা যাবে না।

এ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জানান, বিদেশি ক্রেতারা দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য, যেমন সুগন্ধি চাল, মুড়ি, চিড়া, চানাচুর, বিস্কুট, চকলেট, সস, মসলা ইত্যাদির জন্য একসঙ্গে ক্রয়াদেশ দেন। কিন্তু সুগন্ধি চাল রপ্তানি বন্ধ থাকায় একই ক্রয়াদেশে সব পণ্য দিতে না পারায় রপ্তানি কমেছে। ভোগ্যপণ্য রপ্তানি করে এমন কয়েকটি বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের রপ্তানিও হ্রাস পেয়েছে।

বিদ্যমান নীতিমালায় রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় সুগন্ধি চালসহ সব ধরনের চাল রয়েছে। তবে কেস টু কেস ভিত্তিতে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করার সুযোগ আছে।